অন্ত্যানুপ্রাসের এবং এই অন্ত্যানুপ্রাস সম্ভবপর হয়েছে শ্রুত্যনুপ্রাসের সহকারিতায়। শ্রুত্যনুপ্রাসহীন অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ :

"দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা,
তব বামবাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা॥"

—রবি।

বর্গের প্রথম-দ্বিতীয় (যেমন ত-থ) অথবা তৃতীয়-চতুর্থ (যেমন দ-ধ) বর্ণের ধ্বনিসাদৃশ্য শ্রুত্যনুপ্রাসের সৃষ্টি করে; কিন্তু প্রথম-তৃতীয় (ত-দ···), প্রথম-চতুর্থ (ত-ধ···), দ্বিতীয়-চতুর্থ (থ-ধ···) বা দ্বিতীয়-তৃতীয় (থ-দ···) করে না। ধ্বনিতত্ত্বের দিক্ থেকে এইটেই স্বাভাবিক; কারণ, 'ত-থ' বা 'দ-ধ' একই ধ্বনির অল্পপ্রাণ (mute) আর মহাপ্রাণ (aspirate) রূপ। প্রথম আর তৃতীয় বর্ণকে নিয়ে শ্রুত্যনুপ্রাসজাত অন্ত্যানুপ্রাস ক্বচিৎ দেখা যায়; বর্ণদুটি 'ক' আর 'গ'। শব্দান্তের হসন্ত 'ক' (ক্) উচ্চারণে কোথাও কোথাও 'গ্' হ'য়ে যায় বর্ণবিকৃতির ফলে : কাক্>কাগ্, বক্>বগ্, শাক্>শাগ্। পশ্চিম বাঙলায় তদ্ভব ক্রিয়াপদের প্রয়োগেও এই বর্ণবিকারটি শোনা যায়—থাক্, যাক্, হোক্>থাগ্, যাগ্, হোগ্। এই ব্যাপারটিও কাজে লাগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

"ভয় কোরো না অলক্তরাগ
মোছে যদি মুছিয়া যাক।"

বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই ক এখানে গ-বৎ উচ্চারিত।

র এবং ড় ধ্বনির অনুপ্রাসও শ্রুত্যনুপ্রাস, বর্ণদুটি মূর্দ্ধন্য। এই দুটির শ্রুত্যনুপ্রাসের সহকারিতায় অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ :

"স্থির জলে নাহি সাড়া
পাতাগুলি গতিহারা।"—রবীন্দ্রনাথ।
"শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া-করা।"—রবীন্দ্রনাথ।

কবিতার চরণের মধ্যেও শ্রুত্যনুপ্রাসকে অপূর্ব্বসুন্দরভাবে অন্ত্য অনুপ্রাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

"নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।"

—প্রথম চরণে 'ব-ভ' শ্রুত্যনুপ্রাস ; 'নিরারণ-নিরারণ' ছেকানুপ্রাস ; মিলিতভাবে ('নিরাবরণ-নিরাভরণ') সাধারণ অনুপ্রাস। দ্বিতীয় চরণে 'ক-খ' শ্রুত্যনুপ্রাস ; 'ন-ন' বৃত্ত্যনুপ্রাস ; 'ইকন-ইখন' মিলিত সাধারণ অনুপ্রাস। মধুর উদাহরণ।

(খ) অন্ত্যানুপ্রাস ঃ

পদ্যে পাদান্তের সঙ্গে পাদান্তের, চরণান্তের সঙ্গে চরণান্তের ধ্বনিসাম্যের নাম **অন্ত্যানুপ্রাস**।

বৈদিক থেকে লৌকিক পর্য্যন্ত সংস্কৃত কাব্যে বৃত্তছন্দ বেশী প্রচলিত। "বৃত্তম্ অক্ষরসংখ্যাতম্" অর্থাৎ metres regulated by the number of syllables with rhythm but without rhyme। কাজেই পাদান্তগত বা চরণান্তগত ধ্বনিসাম্য যেখানে মিলেছে, সেখানে তাকে ধ্বনিজাত অলঙ্কার অনুপ্রাস ব'লেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে 'অন্ত্যানুপ্রাস' ব'লে কিছু নাই।

অন্ত্যানুপ্রাস অনুপ্রাস হ'লেও অনুপ্রাসের অনুশাসন এখানে শিথিল। এখানে স্বরধ্বনিও সম্মানিত। "…স্বরসংযুক্তাক্ষরবিশিষ্টম্" (ব্যঞ্জনম্), বলেছেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। আধুনিক ইংরিজি সংজ্ঞাতেও এই ভাবের কথা আরও সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে : Rhyme (আমাদের অন্ত্যানুপ্রাস) হ'ল, "likeness between the vowel sounds in the last metrically stressed syllables of two or more lines or sections of lines, and between all sounds, consonant or vowel, that succeed" (Smith)।

অন্ত্যানুপ্রাসে স্বরধ্বনিকে পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। এমন কি, অনুপ্রাসিত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাধীন অথবা পরাধীন স্বরধ্বনিকেও অন্ত্যানুপ্রাসে গ্রহণ করতে হবে, যদি এ ধ্বনি সদৃশ হয়। যেমন—

"ধরা নাহি দিলে ধরিব **চুপায়**,
কি করিতে হবে বলো সে **উপায়**,
ঘর ভরি দিব সোনায় **রুপায়**" —রবীন্দ্রনাথ।

—অন্ত্যানুপ্রাস 'উপায়-উপায়-উপায়' ; দ্বিতীয় চরণে 'উ' স্বাধীন, প্রথম আর তৃতীয় চরণে পরাধীন : দ্+উপায়, র্+উপায় অর্থাৎ **'দ'** আর **'র'** থেকে **'উ'**-কে ছিনিয়ে নিয়েছি।

বাঙলাকাব্যে **শুদ্ধ স্বরধ্বনির অন্ত্যানুপ্রাস** যথেষ্ট পাওয়া যায় :

(i) শোন্ শোন্ লো রাজার **ঝি,**
তোরে কহিতে আসিয়া**ছি,—**
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি একাজ করিলি **কি** ।"—কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি ।

(ii) "কহিল, 'ওস্তাদ**জি,**
গানের মতো গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে, ছি' ।"—রবীন্দ্রনাথ ।

(iii) "কহিলা কবির **স্ত্রী,**
মাথার উপরে বাড়ি পড়োপড়ো তার খোঁজ রাখ **কি** ?"—রবীন্দ্রনাথ ।

(iv) "আমার সুন্দর **না**
যেবা আসি দিবে **পা**"—মাধবদাস ।

(v) "মনে মনে ভাবছে কেসর **খাঁ,**
তেমন ক'রে কাঁকন বাজছে **না**"—রবীন্দ্রনাথ ।

প্রথম তিনটিতে 'ই' ধ্বনির এবং পরের দুটিতে '**আ**' ধ্বনির অন্ত্যানুপ্রাস ।
ব্যঞ্জনাশ্রিত না ক'রে শুধু স্বরেই অন্ত্যানুপ্রাস করা যায় :

'এখন ব'লে যাও **গামাপা ধা,**
আশের বেলা শুধু **আআআ আ**।'—শ. চ.

আমাদের আধুনিক কাব্যে, বিশেষ ক'রে ধ্বনিরসিক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অন্ত্যানুপ্রাস বহুবিচিত্র রূপ লাভ করেছে। এর জন্য আমরা ঋণী মহাকবি জয়দেবের কাছে। অননুকরণীয় কাব্য 'গীতগোবিন্দে'র গানগুলিতে একাক্ষর (monosyllabic), দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর এবং তিনেরও বেশী অক্ষরের সুন্দর অন্ত্যানুপ্রাস চরণান্তে, পাদান্তে, এমন কি পাদার্দ্ধেরও অন্তে প্রচুর রয়েছে। এই-ভাবের এবং আরও অভিনবভাবের অন্ত্যানুপ্রাসে রবীন্দ্রকাব্য গুঞ্জনমুখর।

শ্রেণীবদ্ধ উদাহরণ :

সহজ পথের অন্ত্যানুপ্রাস :

(i) "ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! সুন্দরী **ঝর্ণা** !
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন**বর্ণা**"—সত্যেন্দ্রনাথ ।

(ii) "অজানা গোপন গন্ধে পুলকে **চমকি**
দাঁড়াবে **থমকি**"—রবীন্দ্রনাথ ।

(iii) "নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-**অঞ্চলা**
বিদ্যুৎ-**চঞ্চলা**"—রবীন্দ্রনাথ ।

(iv) "ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খুঁজিনে ভাই, **ভাষাতীত,**
আকাশপানে বাহু তুলে চাহিনে ভাই, **আশাতীত**।"—রবীন্দ্রনাথ।

—অর্ণা-অর্ণা ; অমকি-অমকি ; অঞ্চলা-অঞ্চলা ; আষাতীত-আশাতীত। স্বরধ্বনিসমেত গ্রহণ করতে হয় একথা আগে বলেছি। শিথিল ভাষায় বলা হয় 'রবি' আর 'কবি' মিল হয়েছে। একথা বলা ভুল—'র' আর 'ক' অনুপ্রাস নয়, 'অবি-অবি' অনুপ্রাস যেমন 'take-sake' রাইম নয়, রাইম 'ake-ake'। স্বরধ্বনি সর্ব্বত্রই গ্রহণীয়।

রবীন্দ্রনাথকর্ত্তৃক খেলাচ্ছলে সৃষ্ট একটি অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ :

"শ্রাবণে ডেপুটি**পনা**
এ তো কভু নয় **সনা-**
তন প্রথা এ যে **অনা-**
সৃষ্টি অনাচার।"—(শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্রাংশ)।

চিত্র অন্ত্যানুপ্রাস (Composite rhyme)

(v) "দিঘির **কালো জলে** সাঁঝের **আলো ঝলে**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "সন্ধ্যামুখের **সৌরভী ভাষা,**
বন্ধ্যাবুকের **গৌরবী আশা**··· ।"—যতীন্দ্রমোহন।

—এ দুটি একভাবের। প্রথমাংশের দুটো ক'রে কথা দ্বিতীয়াংশের দুটো ক'রে কথার সঙ্গে মিল ঘটিয়েছে : 'কালো-আলো', 'জলে-ঝলে' ; 'সৌরভী-গৌরবী', 'ভাষা-আশা'। প্রত্যেক কথাটা **পূর্ণ পদ**। ধ্বনিবিচার পূর্ব্ববৎ।

(vii) "এতটুকু ফাঁকা যেখানে **যা পাই**
তোমার মূরতি সেখানে **চাপাই**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(viii) "আসে গুটি **গুটি বৈয়াকরণ**
ধূলিভরা **দুটি লইয়া চরণ**"—রবীন্দ্রনাথ।

—(vii)-তে প্রথমাংশে দুটি কথা, দ্বিতীয়াংশে একটি। **'যা পাই'** পদদুটির সমগ্রধ্বনি 'চাপাই'-এর ধ্বনির সঙ্গে অনুপ্রাসিত।

(viii)-তে ছয়টি ক'রে অক্ষরের (syllable) অন্ত্যানুপ্রাস।

সংক্ষেপে, গুটি বৈয়া করণ / দুটি লইয়া চরণ } অথবা, গুটি বৈয়াকরণ / দুটি লইয়াচরণ }

উপান্ত অনুপ্রাস (Penultimate rhyme)

(ix) "জমবে ধুলা তানপুরাটার **তারগুলায়,**
কাঁটালতা উঠবে ঘরের **দ্বারগুলায়,**··· ।"—রবীন্দ্রনাথ।

(x) "এম্‌নিধারা একটি চপল **পলকসম**,
ক্ষণপ্রভার হাসির একটি **ঝলকসম**
তিনটি ফাগুন অভ্যাগতের **কুঞ্জ দিয়ে**
পার হ'ল তায় পূজার অর্ঘ্য**পুঞ্জ দিয়ে**।"

—শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

(xi) "কচি কচি দুটি টুকটুকে ঠোঁট অভিমানভরে **ফুলে ওঠে**,
নয়নের কূলে **অশ্রুধা**থার **দুলে ওঠে**।...
'ছি ছি, থাক্ থাক্, সরো, হবে'খন, খোকনের মান **ভাঙি আগে**,
ওর হাসিমাখা চুমায় এমুখ **রাঙি আগে**'।"

—শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

—দুচরণের অন্ত্য শব্দ এক (গুলায়, সম, দিয়ে, ওঠে, আগে); অনুপ্রাস উপান্ত শব্দে (তার-দ্বার, পলক-ঝলক, কুঞ্জ-পুঞ্জ, ফুলে-দুলে, ভাঙি-রাঙি)।

সর্ব্বানুপ্রাস (Omnirhyme)

(xii) "গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা।"—যতীন্দ্রমোহন।

(xiv) "রজনীগন্ধা বাস বিলালো,
সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো ?"—যতীন্দ্রমোহন।

—'গগনে-চরণে', 'ছড়ায়ে-জড়ায়ে', 'এলো**চুল** বন**ফুল**' ; 'সন্ধ্যা-বন্ধ্যা', 'মুখের-বুকের', 'সৌরভী-গৌরবী', 'ভাষা-আশা' ; 'রজনী-সজনী', 'গন্ধা-সন্ধ্যা', 'বাস বি-আসবি', 'লালো-না লো'। অত্যন্ত কৃত্রিম ; তবু সাহিত্যে রয়েছে যখন, উদ্ধৃত করতেই হবে। শেষের উদাহরণ তিনটিতে সত্যকার অন্ত্যানুপ্রাস রয়েছে ব'লেই সর্ব্বানুপ্রাসলক্ষণ-সত্ত্বেও এদের অন্ত্যানুপ্রাসের দলভুক্ত করলাম।

Omnirhyme নামকরণটি আমার নিজের। এ নাম আমি দিয়েছিলাম ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আমার 'Golden Book of Rhetoric and Prosody' গ্রন্থে ; বহু অনুসন্ধানের ফলে একটি ইংরিজি উদাহরণ আবিষ্কার করেছিলাম—

"Ripe for rest
Pipe your best"—John Davidson.

একটি **অদ্ভুত উদাহরণ :**

"বন্ধু, **বন্ধু** গো,
ভালো হ'তে হেথা মন্দ যে বেশী নাহিক **সন্দেহ** "
—যতীন্দ্রনাথ।

'উ'কার 'এ'কার বাদ দিয়ে 'হ'-কে 'হো' (বাঙলামতে প্রকৃত উচ্চারণ এখানে 'ও'কারান্ত) ধরলে দাঁড়ায় 'বন্ধ গো-সন্দ হো'='অন্ধ ও-অন্দ ও'। 'অ'টুটি স্বাভাবিক ; 'উ'কার 'এ'কারকে মূল্য না দিয়ে শুধু 'ন্ধ-ন্দ' ইংরিজিমতে Consonance আর 'গ-হ'-কে মূল্য না দিয়ে 'ও-ও' Assonance। তবে এটাও ঠিক যে 'গ' আর 'হ'-র মধ্যে একটা শ্রুতিগত ভাবসাদৃশ্য আছে। ইংরিজির consonance অর্থাৎ স্বরধ্বনিকে মূল্য না দিয়ে শুদ্ধ ব্যঞ্জনধ্বনির অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োগ বাঙলায় কেউ কেউ করছেন। ১৩৬০ বঙ্গাব্দের পূজাসংখ্যা 'দেশ' পত্রিকা থেকে একটি উদাহরণ দিলাম :

"মনে আছে সেই গ্রীষ্মের দিন**পঞ্জী**।
রোদে ফুটিফাটা মাঠের পাঁজরে
কচি শস্যের চারা ধুঁকে মরে—
ঘূর্ণি ধূলোয় এসেছে নকল **পাঞ্জা**
আসেনি প্রবল বর্ষণে মেঘ**পুঞ্জ** !"—মণীন্দ্র রায়।

[জয়দেব থেকে কয়েকটি উদাহরণ :

(i) "চল সখি **কুঞ্জং**
সতিমির**পুঞ্জং**··· ।"

(ii) "রচয়তি **শয়নং**
সচকিত**নয়নং**··· ।"

(iii) "মধুরমধু**যামিনী**
কৃতসুকৃত**কামিনী**।"

(iv) "স্থলকমল**গঞ্জনং**
মম হৃদয়-**রঞ্জনং**··· ।"

(v) "বর**তরুণেন**
অতি**করুণেন**।"

(vi) "জনকসুতা**কৃতভূষণ**
জিত**দূষণ**।"

(vii) "অহহ ন **যযৌ বনম্**
অপি রূপ**যৌবনম্**।"

(viii) "অনিলতরলকু**বলয়নয়নেন**
তপতি ন সা কি**সলয়শয়নে**

আধুনিক ইংরিজি কবিতায় **অন্ত্যানুপ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আদ্য প্রাসেরও** প্রয়োগ কোনো কোনো কবি করেছেন দেখতে পাই :

"*Crude* daubs that cavemen would have scorned,
yet fools conspired to *praise*,
Rude verse less rhythmic, more uncouth, than pristine
bardic *lays*."—Stephen Phillips.

—অন্ত্যানুপ্রাস (স্বাভাবিক rhyme) : 'Praise-lays' ; **আন্ত্যানুপ্রাস :** '*Crude-Rude*'। বাঙলায় এমনি উদাহরণ পেলে তার একটা নাম তো দিতে হবে ; তাই এর নাম দিলাম **আন্ত্যানুপ্রাস**। বাঙলা উদাহরণ অবশ্য পেয়েছি :

"নর্ম্মের অবকাশ নাই রে
মগ্ন রয়েছি সদা **কর্ম্মে,**
চিন্তায় ভুলে থাকি তাই রে
লগ্ন রয়েছে যাহা **মর্ম্মে**।"
—লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর)।

—**'মগ্ন-লগ্ন' আন্ত্যানুপ্রাস**। 'কর্ম্মে-মর্ম্মে' অন্ত্যানুপ্রাস।

অন্ত্যানুপ্রাসহীন বৃত্তচ্ছন্দে রচিত বররুচির সুবিখ্যাত কবিতায় অতি সুন্দর **আন্ত্যানুপ্রাস** দেখতে পাচ্ছি :

"**ইতরতা**পশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥"

—আন্ত্যানুপ্রাস 'ইতরতা'-'(ব)ইতর তা'।

রবীন্দ্রনাথের

(i) "**বাঁকিয়ে** ভুরু **পাকিয়ে** চক্ষু বিনু বললে খেপে"
(ii) "**নিরাবরণ** বক্ষে তব **নিরাভরণ** দেহে"
—এ দুটিতে **পাদগত আন্ত্যানুপ্রাস**। আর,
(iii) **চিকন** সোনা-**লিখন** উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে"
—এটিতে **পাদার্দ্ধগত আন্ত্যানুপ্রাস**।

(গ) **বৃত্ত্যনুপ্রাস** ঃ

Prc. 'কৃতপক্ষে সকল অনুপ্রাসই বৃত্ত্যনুপ্রাস, কারণ একই ব্যঞ্জনধ্বনির বৃত্তি করেছি বৃত্তি—repetition) অনুপ্রাসমাত্রেরই প্রাণ। অনুপ্রাস-প্রসঙ্গে বিশেষ র্থ 'বৃত্তি' কথাটি প্রথম যোগ করেন অষ্টম শতাব্দীর উদ্ভট। তাঁর ত্ত' মানে বলার ভঙ্গী ; প্রকাশের রূপের দিক্‌টাই তাঁর কাছে ছিল বড়।

তাঁর তিনরকম বৃত্তির নাম **'পরুষা'**, **'উপনাগরিকা'** আর **'গ্রাম্যা'** (পরবর্ত্তী কালের 'কোমলা')। এদের মধ্যে 'উপনাগরিকা'-র আসন সকলের উর্দ্ধে, কারণ তুলনায় সে নগরবাসিনী বিদগ্ধা বনিতার মতন। উদ্ভটের মতে—

(i) "সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে" (রবীন্দ্রনাথ) **'পরুষা'র** উদাহরণ, কারণ এতে 'শ-স' ধ্বনির প্রাধান্য ;

(ii) "ললিতগীতি কলিতকল্লোলে" (রবি) **'গ্রাম্যা'র** উদাহরণ তরল 'ল' ধ্বনির প্রাধান্য ব'লে ; আর **'উপনাগরিকা'র** উদাহরণ :

(iii) "কুন্দবরণ সুন্দর হাসি" (রবি) বা "কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহারী" (জগদানন্দ) অনুনাসিকমধুর একই ব্যঞ্জনধ্বনির আবৃত্তি ব'লে।

কেউ কেউ 'বৈদর্ভী' রীতির সঙ্গে 'উপনাগরিকা'র, 'পাঞ্চালী'র সঙ্গে 'গ্রাম্যা'র (কোমলার) এবং 'গৌড়ী'র সঙ্গে 'পরুষা'র সম্বন্ধ স্থাপন করলেন।

কেউ কেউ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের "বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ"-র আকর্ষণে আনলেন তাঁর 'কৈশিকী', 'ভারতী' ইত্যাদি বৃত্তিকে। উদ্ভটের 'বৃত্তি' আর ভরতমুনির 'বৃত্তি'র মিলন ঘটল **রস**সাগরসঙ্গমে। আনন্দবর্দ্ধন বললেন, উপনাগরিকা ইত্যাদি শব্দাশ্রয়া বৃত্তি আর কৈশিকী ইত্যাদি অর্থতত্ত্বসংবদ্ধা বৃত্তি (ধ্বন্যালোক ৩।৪৭ বৃত্তি)। ভরতমুনির "কৈশিকী শ্লক্ষ্ণনেপথ্যা শৃঙ্গার-রসসম্ভবা"-র অনুসরণে অভিনবগুপ্ত বললেন, উপনাগরিকা-নামক "**অনুপ্রাস-বৃত্তিঃ** শৃঙ্গারাদৌ বিশ্রাম্যতি। পরুষা ইতি দীপ্তেষু রৌদ্রাদিষু। কোমলা ইতি হাস্যাদৌ।"

সেই সময় থেকেই **বৃত্ত্যনুপ্রাসের 'বৃত্তি'** কথাটার অর্থ হ'য়ে গেছে রসের **আনুগত্য** এবং এর সংজ্ঞা করা হচ্ছে এই ব'লে—

রসানুগত অনুপ্রাসের নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস।

এ সংজ্ঞার প্রয়োজন ছিল ব'লে মনে করি না, কারণ কবির সৃষ্টিতে সকল-রকম অনুপ্রাসই রসানুগত অনুপ্রাস আর অকবির হাতে তথাকথিত বৃত্ত্যনু-প্রাসও অট্টহাস।

বৃত্ত্যনুপ্রাস-সম্বন্ধে **চারটি** কথা মনে রাখতে হবে :

প্রথম—**একটিমাত্র** ব্যঞ্জনবর্ণ **দুবারমাত্র** ধ্বনিত হবে :

(i) "নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব"—রবীন্দ্রনাথ।

—'হ' এবং 'র' মাত্র দুবার ক'রে ধ্বনিত হয়েছে।

(ii) 'বঞ্জুলবনে মঞ্জুমধুর কলকণ্ঠের তরল তান—শ. চ.

—'ব', 'ম', 'ক' এবং 'ত' মাত্র দুবার ক'রে ধ্বনিত হয়েছে।